রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৮, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০৪ বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/১৭ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৩ (মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৪ বৈশাখ ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৭ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হলো।

অধ্যাদেশ নং ০৩, ২০১৩

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ অধিবেশনে নাই এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঘঘ) **"কমিটি"** অর্থ ধারা ৯খ, ৯খখ এবং ৯গ এর অধীন গঠিত যথাক্রমে জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি;";

(খ) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

(ছ) **"ডিক্রী"** অর্থ ধারা ১০(৮), ধারা ১৮(৬) এবং ধারা ২০ক এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রী;"; এবং

(গ) দফা (ঠ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(ঠঠ) **"বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল"** অর্থ ধারা ২০ক এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল।"।

৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮। **অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ।**—এই অধ্যাদেশের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।"।

৪। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।"

৫। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ক এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) ও (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) এবং (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, বিভাগীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তদ্‌সম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিভাগীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।"; এবং

(খ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দুইটি উপ-ধারা যথাক্রমে (৬) এবং (৬ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৬ক) বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।"।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯খখ এর সংযোজন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯খ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ৯খখ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৯খখ। **বিভাগীয় কমিটি।**—নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার;

(গ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন আইনজীবী;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ০১(এক) জন স্থানীয় সমাজ সেবক; এবং

(ঙ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী কমিশনার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।"

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯গ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯গ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৩) ও (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (৬ক) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কমিটি উহা যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, কেন্দ্রীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তদ্‌সম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০(ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দাখিলকৃত অনিষ্পন্ন আপীল আবেদনসমূহ অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।"

৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (৭) এর—

(অ) প্রথম শর্তাংশের "এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) দ্বিতীয় শর্তাংশের "এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার পর, কোন ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।"।

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর "বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ "ট্রাইব্যুনালের" শব্দটির পূর্বে "কমিটি বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "১০" সংখ্যাটির পূর্বে "৯ক," সংখ্যা, কমা ও অক্ষর সন্নিবেশিত হইবে।

১১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলা জজ বা যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৪ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের মৌজাওয়ারী আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

১২। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) এর—

(ক) প্রথম শর্তাংশের "এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় শর্তাংশের "এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।

১৩। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "স্থাপন ও উহার" শব্দগুলি ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এক বা একাধিক" শব্দগুলির পূর্বে "প্রত্যেক জেলায়" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) এবং (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক জেলা সদরে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(৩) সরকার জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার অন্য কোন বিচারককে আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।"; এবং

(ঘ) শেষে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা সংযোজিত হইবে, যথা :—

"[ব্যাখ্যা : এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "সরকার" অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগকে বুঝাইবে।]"।

১৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের "বা ধারা ৯গ এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় কমিটির রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের "বা কেন্দ্রীয় কমিটি" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনে নূতন ধারা ২০ক এর সংযোজন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২০ক সংযোজিত হইবে, যথা :—

"**২০ক। বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও এখতিয়ার।**—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন ট্রাইবুনাল কর্তৃক ইতিমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সরকার ৭ (সাত) টি বিভাগীয় সদরে কর্মরত জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল ট্রাইবুনালের রায় প্রদানকারী বিচারক সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এ উল্লিখিত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবে।"।

১৬। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ২১ বিলুপ্ত হইবে।

১৭। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২২। ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি।**—(১) ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানি প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

১৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানি অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথার্থতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত বা, ক্ষেত্রমত, রায় প্রদান করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "আবেদন বা ধারা" শব্দগুলির পরিবর্তে "আবেদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ বা ধারা ১৮ এর অধীনে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ চারবার উল্লিখিত "আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর সকল স্থানে "বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫—

(ক) এর উপান্তটীকায় "ও আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে ", আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) এ উল্লিখিত "বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে " ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

২১। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা জেলা কমিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ তিনবার উল্লিখিত "জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনালে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে "জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখঃ ০৪ বৈশাখ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ / ১৭ এপ্রিল, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।

নাসরিন বেগম
অতিরিক্ত সচিব
সচিবের দায়িত্বে
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।

আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd